89

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

খবরটি কুমিল্লার

খবরটি পড়বার এবং গভীরভাবে বুঝবার। এ খবর থেকে নির্ণয় করতে হবে সত্যিকারের দোষী কে। খবরটি কুমিল্লার এবং বিভিন্ন কলেজে এইচএসসি'র ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে। এবার এইচএসসি'র ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে প্রথম দিকে ঝামেলা ছিল। এবং ঝামেলার ফলে দু'বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে নিয়ম ছিল প্রতিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা তাদের কলেজেই অনুষ্ঠিত হবে। হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত হয় যে এবার এ পরীক্ষা বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। অনেক দেন-দরবারের পরে এ সিদ্ধান্ত আবার পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ নিজ নিজ কলেজেই শেষ পর্যন্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা হচ্ছে।

কুমিল্লার খবরের সারসংক্ষেপ হচ্ছে— এইচএসসি'র ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজের একশ্রেণীর শিক্ষক এবং কর্মচারী ছাত্রছাত্রীদের পাস করিয়ে দেবার জন্য বেশ বড় অংকের টাকা দাবী করছে। খবরের নির্গলিত অর্থ হচ্ছে— হয়ত এ টাকা না দিলে ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় পাস করবে না। এবং সন্তান সন্ততিতে পাস করাবার জন্য টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকরা বিপাকে পড়ছেন। কিন্তু ঘটনাটি এখন একতরফা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা অভিভাবকদের কি কোন ভূমিকা নেই। এই অভিভাবকেরা খোঁজ পেলেন কি করে যে টাকা না দিলে তাদের সন্তান-সন্ততি পাস করবে না। নাকি তাদের সন্তান-সন্ততি পাসের যোগ্য নয় বলেই তারাই অনুসন্ধান করে এ পথ বের করেছেন। তাদের সন্তান-সন্ততি পাসযোগ্য হলে এ ধরনের দেন-দরবার করারও প্রশ্ন উঠত না। তাই এ ধরনের সংবাদের পেছনেও খবর থাকে বলে আমাদের ধারণা। অর্থাৎ একহাতে তালি বাজে না বলেই পরীক্ষার্থীরা এমন মানুষের সন্ধান করেছে যে বা যারা তাদের পাস করিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে কোন পক্ষকেই কম দোষী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না।

তবে হতে পারে যে ভাল ছাত্ররাও সংশ্লিষ্ট মহলকে খুশী করতে না পারলে পাস করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের একমাত্র দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলকে জানান এবং নির্বিঘ্নে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু কুমিল্লার খবরে সে ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য নেই। মনে হয় সব কাজই উভয়পক্ষের সম্মতিতে হচ্ছে। শুধুমাত্র টাকার অংক বেশী হওয়ায় এ ধরনের একটি ঘটনা পত্রিকায় খবর হয়েছে। সে পটভূমিতে বলা যায় যে এ খবর পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদেরও সুনামের স্বাক্ষর বহন করে না।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট খবর নিশ্চয়ই আমাদের মত কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষেরও গোচরীভূত হয়েছে। আশা করব বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে কুমিল্লা বোর্ডের সুনাম অতীতে বার বার ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার জন্য বার বার পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। পরীক্ষার ফল নিয়ে অনেক ঘাপলা হয়েছে। সেই অতীতের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়।